আল্লাহ্‌র নামের অর্থ ও ফযিলত

আল্লাহ তায়ালার নাম ও অর্থ	আল্লাহ্ তায়ালার নামের ফযিলত
ইয়া আল্লাহু (আল্লাহর নাম)	আপনি দৈনন্দিন ১০০০ বার আল্লাহর এই নাম আবৃত্তি করলে আপনার হৃদয় থেকে সব সন্দেহ ও অনিশ্চয়তা দুর হবে এবং সংকল্প ও বিশ্বাস ধীরে ধীরে আপনার অন্তরে প্রবেশ করানো হবে। ইনশা-আল্লাহ্ ।
ইয়া- রাহ্‌মানু (হে অতীব অনুগ্রহকারী)	আপনি দৈনন্দিন ১০০ বার প্রত্যেক নামাজের পর আল্লাহর এই নাম আবৃত্তি করলে আপনার হৃদয় থেকে নির্দয়তা ও অবহেলা মুছে ফেলা হবে। ইনশা-আল্লাহ্ ।
ইয়া রাহীমু (হে পরম দয়াময়)	আপনি দৈনন্দিন ১০০ বার প্রত্যেক নামাজের পর আল্লাহর এই নাম আবৃত্তি করলে আল্লাহ আপনার সকল বিপদ-আপদ ও রোগ থেকে রেহাই দেবেন। ইনশা-আল্লাহ্ ।
ইয়া মালিকু (হে প্রভু)	আপনি দৈনন্দিন যোহরের নামাজের সময় আল্লাহর এই নাম আবৃত্তি করলে আল্লাহ আপনাকে প্রচুর ধন-সম্পদ দান করবেন। ইনশা-আল্লাহ্ ।
ইয়া কুদ্দুসু (হে পবিত্র)	আপনি দৈনন্দিন আল্লাহর এই নাম আবৃত্তি করলে আল্লাহ আপনার সমস্ত আধ্যাত্মিক অসুস্থতার নিরাময় দান করবেন। ইনশা-আল্লাহ্ ।
ইয়া সালামু (হে শান্তিদাতা)	আপনি দৈনন্দিন আল্লাহর এই নাম আবৃত্তি করলে আল্লাহ আপনার সকল বিপদ-আপদ ও রোগ থেকে রেহাই দেবেন। আপনি এই নাম ১১৫ বার আবৃত্তি করে একজন অসুস্থ ব্যাক্তির উপর পেশ করলে আল্লাহ তাহার স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করে দিবেন। ইনশা-আল্লাহ্ ।
ইয়া মুহাইমিনু (হে সত্য স্বাক্ষী)	গোসল করিয়া ০২ রাকাত নফল নামাজ পড়িয়া নির্জনে আল্লাহর এই নাম ১০০ বার যিকির করিলে সাহস বৃদ্ধি পায়।
ইয়া আযীযূ (হ পরাক্রমশালী)	৪০ দিন পর্যন্ত ৩১ বার করিয়া আল্লাহর এই নাম আবৃত্তি করলে মনের চিন্তা ভাবনা দূর হয়, সম্মান লাভ হয় এবং কাহারও মূখাপেক্ষী হইতে হয় না।
ইয়া জাব্বারু (হে ক্ষমতাশালী)	আল্লাহর এই নাম প্রসকাল ও সন্ধ্যায় ২১৬ বার করিয়া পড়িলে অত্যাচারীর অত্যাচার থেকে নিরাপদ থাকা যায়।
ইয়া মুতাকব্বেরু (হে গৌরবান্বিত)	আল্লাহর এই নাম সর্বদা যিকির করলে সম্মান ও উন্নতি লাভ হয়। স্ত্রীর সহিত প্রথম মিলনের রাত্রে ১০০ বার এই নাম পড়িয়া সঙ্গম করিলে ভাগ্যবান ও চরিত্রবান সন্তান লাভ হয়।
ইয়া খালিকু (হে সৃজনকারী)	আল্লাহর এই নাম ৭ দিন পর্যন্ত অনবরত প্রত্যহ যিকির করিলে সমুদয় বিপদাপদ হইতে নিরাপদ থাকা যায়। মধ্য রাত্রে অনেকবার যিকির করলে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাগণকে এবাদত করার আদেশ করেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত ফেরেশতাগণের এবাদত আমলকারীর আমলনামায় লিখা হইতে থাকে।
ইয়া বারিউ (হে মুক্তিদাতা)	আল্লাহর এই নাম প্রত্যহ ৭ বার পড়িলে কবরের আজাব হইতে মুক্তি পাওয়া যায়।
ইয়া মুসাব্বিরু (হে আকৃতি গঠনকর্তা)	যে স্ত্রীলোকের সন্তান হয় না কিংবা গর্ভ নষ্ট হইয়া যায়, সে স্ত্রীকোল ৬ দিন রোযা রাখিয়া প্রত্যেক ইফতারের সময় এই নাম ২১ বার পড়িয়া পানির উপর ফুঁক দিয়া ঐ পানি দ্বারা ইফতার করিবে এবং ইফতারের পর পুনরায় এই নাম ২১ বার পড়িলে ইনশা-আল্লাহ তাহার হামল হইবে ও হামল রক্ষা হইবে।
ইয়া গাফ্‌ফারু (হে অপরাধ ক্ষমাকারী)	আল্লাহর এই নাম জুময়ার নামাজের পর ১০০ বার পড়িলে গোনাহ মাফ হয়, যাবতীয় অভার দূব হয় ও সুখে বাস করা যায় যথা ঃ- ইয়া গাফ্‌ফারু ইগফির্‌লী (হে অপরাধ ক্ষমাকারী, আমার অপরাধ ক্ষমা কর)।
ইয়া কাহ্‌হারু (হে মহাশাস্তিদাতা)	সর্বদা এই নাম যিকির করিলে সংসারের মায়া-মমতা দূর হয় এবং আল্লাহ ব্যতীত কাহারও খেয়াল মনের মধ্যে থাকে না ও শত্রুর উপর প্রভাব বিস্তার করা যায়। জাদুঘটিত কারণে ধ্বজভঙ্গ হইলে এই নাম চীনা মাটির পেয়ালায় লিখিয়া ধুইয়া পানি খাওয়াইলে ধ্বজভঙ্গ দূর হয়।
ইয়া ওয়াহ্‌হাবু (হে সৎকার্যে	চাশ্‌ত নামাযের পর সেজদায় যাইয়া এই নাম ১০০ বার পড়িলে ধন ও প্রতাপের অধিকারী

GIRDAC

পুরস্কারদাতা)	হওয়া যায়। মধ্যরাত্রে নির্জন ঘরে কিংবা মসজিদে খালি মাথায় বসিয়া হাত উঠাইয়া এই নাম ১০০ বার পড়িলে মনের বাসনা পূর্ণ হয়।
ইয়া রাযযাকু (হে অন্নদাতা)	ফজরের নামাযের পূর্বে এই নাম ঘরের প্রত্যেক কোণে ১০ বার করিয়া পড়িলে অভার দূর হয় (ঘরের উত্তর পশ্চিম কোণ হইতে আরম্ভ করিতে হয়)।
ইয়া ফাত্তাহু (হে প্রশস্তকারী)	ফজরের নামাজের পর বুকের উপর দুই হাত রাখিয়া ৭ বার এই নাম পড়িলে মনের কালিমা দূর হয়, সকল কার্য্য সহজসাধ্য হয়, অভাব দুর হয় ও কিসমত বৃদ্ধি পায়।
ইয়া আলীমু (হে মহাজ্ঞানী)	এই নাম সর্বদা যিকির করিলে জ্ঞান বৃদ্ধি হয়, গোনাহ মাফ হয় ও মনের কপাট খুলিয়া যায়।
ইয়া কাবিদু (হে আয়ত্তকারী)	৪০ দিন পর্যন্ত এই নাম রুটির প্রথম লোকমায় লিখিয়া খাইলে জীবনে কখনও ক্ষুধায় কষ্ট পাইবে না।
ইয়া বাসিতু (হে প্রসারকারী)	ফজরের নামাযের পর হাত উঠাইয়া এই নাম ১০ বার পড়িয়া হাত মুখের ইপর মালিশ করিলে কখনও অন্যের মুখাপেক্ষী হইবে না ও রুযীতে বরকত হইতে থাকিবে।
ইয়া খাফিদু (হে রোধকারী)	৫০০ বার এই নাম যিকির করিলে মনের বাসনা পূর্ণ হয় ও ৭০০ বার পড়িলে শত্রুর অপকার হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।
ইয়া রাফিউ (হে উন্নতি প্রদানকারী)	দিনে ও রাত্রে শুইবার সময় এই নাম ১০০ বার পড়িলে সকল বিপদাপদ হইতে নিরাপদ থাকা যায় ও সম্মান লাভ হয়। ৬০০ বার পড়িলে অত্যাচারীর হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।
ইয়া মুয়িয্যু (হে সম্মানদাতা)	সোমবার ও শুক্রবারে নামাযের পর এই নাম ৪১ বার পড়িলে সংসারে প্রতাপশালী হওয়া যায় ও সকলের নিকট সম্মান লাভ করা যায়।
ইয়া মুযিল্লু (হে হীনকারী)	নামায়ের পর সেজদায় গিয়া ৭৫ বার এই নাম পড়িয়া আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করিলে শত্রুতা হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। কাহারও কোন হক্ কেহ আত্মসাৎ করিবার মতলব করিলে সর্বদা এই নাম যিকির করিলে হক্ নষ্ট করিতে পারিবে না।
ইয়া সামীউ (হে শ্রবণকারী)	বৃহস্পতিবার চাশ্‌ত নামাযের পর কাহারও সহিত কথা না বলিয়া এই নাম ৫০০ বার পড়িয়া যে দোয়া করা যায় তাহা কবুল হয়।
ইয়া বাসীরু (হে প্রদর্শনকারী)	জুময়ার নামাযের সুন্নত ও ফরজের মধ্যে এই নাম ১০০ বার পড়িলে আল্লাহর নিকট আদরণীয় হইবে, দৃষ্টিশক্তি তীক্ষ্ণ হইবে, সৎকাজ করিবার সাহস, শক্তি ও ইচ্ছা বৃদ্ধি হইবে।
ইয়া হাকামু (হে আদেশ প্রদানকারী)	কোন কঠিন কাজ উপস্থিত হইলে এই নামে যিকির করিবে, কাজ সহজসাধ্য হইবে। রাত্রে এই নাম যিকির করলে মনের পবিত্রতা লাভ হয়।
ইয়া আ'দলু (হে ন্যায়বিচারক)	শুক্রবার রাত্রে বিশ টুকরা রুটির উপর এই নাম লিখিয়া খাইলে মানুষ বাধ্য থাকিবে ও মনের পরিবর্তন হইবে।
ইয়া লাতীফু (হে কোমলান্তঃকরণময়)	অযু করিয়া এই নাম ১০০ বার পড়িলে মনের বাসনা পূর্ণ হয়, সকল কাজ শান্তিতে সুসম্পন্ন হয়। অবিবাহিত মেয়ে এই যিকির করিলে বিবাহের বন্দোবস্ত হয়। দৈনিক ১৩১ বার পড়িলে রুযীতে বরকত হয় ও রোগের উপশম হয়।
ইয়া খাবীরু (হে সর্বজ্ঞানময়)	এই নাম সর্বদা পড়িলে খারাপ ভাব ও খারাপ চিন্তা দূর হয়। সাত দিন পর্যন্ত অনবরত এই নাম পড়িলে অনেক বাতেনী তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। কোন খারাপ লোকের চক্রান্তে পড়িলে কিংবা হিংস্র জন্তু আক্রমণ করিলে এই নাম অনেকবার যিকির দ্বারা পরিত্রান পাওয়া যায়।
ইয়া হালীমু (হে ধৈর্যশীল, স্থিতিশীল, অচঞ্চল)	ধনবান সরদার ব্যক্তি এই নাম অনেকবার পড়িলে ধন-দৌলত ও সরদারী স্থায়ী থাকে এবং শান্তিতে থাকা যায়। এই নাম কাগজে লিখিয়া পানি দ্বারা ধুইয়া সেই পানি তেজারতী মাল ও দাঁড়ি-পাল্লায় ছিটাইয়া দিলে ব্যবসায়ে উন্নতি ও বরকত হয়, এই পানি নৌকায় মালিশ করিলে কোন প্রকার বিপদে পড়িয়া নৌকা ডুবিয়া নষ্ট হয় না। গৃহপালিত পশুর গায়ে মালিশ করিলে সকল বিপদাপদ হইতে নিরাপদ থাকে। ক্ষেত খামারে ছিটাইয়া দিলে ভাল ফসল হয় ও কীট-পতঙ্গ হইতে নিরাপদ থাকে।
ইয়া আযীমু (হে মহান উন্নত)	এই নাম অনেকবার যিকির করিলে মান-সম্মান বৃদ্ধি হয় ও সকল রোগ হইতে নিরাপদ থাকা যায়।
ইয়া গাফুরু (হে ক্ষমাশীল)	এই পাক নাম ৩ বার কাগজে লিখিয়া ধুইয়া খাইলে রোগের উপশম হয় ও ৩ বার লিখিয়া

CIRDAC

	তাবিজ করিয়া গলায় বাঁধিলে জ্বর আরোগ্য হয়।
ইয়া শাকুরু (হে কৃতজ্ঞতা পছন্দকারী)	নিরুপায় ব্যাক্তি প্রত্যহ ৪১ বার এই নাম পড়িয়া পানি ফুঁক দিয়া ঐ পানি ঘাড়ে ও বুকে মালিশ করিলে অবস্থা সচ্ছল হইবে এবং দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পাইবে ও শরীরের বেদনা দূর হইবে।
ইয়া আ'লিইউ (হে উন্নত)	এই নাম সর্বদা পড়িলে কিংবা লিখিয়া সঙ্গে রাখিলে সম্মান লাভ হয় ও দরিদ্রতা দূর হয়। প্রবাসী ব্যক্তি এই নাম লিখিয়া সঙ্গে রাখিলে শীঘ্রই পরিজনের সহিত মিলন হয়। ছেলে-মেয়ের গলায় এই নাম লিখিয়া বাঁধিয়া রাখিলে বলিষ্ঠ ও সবল হইতে থাকে।
ইয়া কাবীরু (হে গৌরবান্বিত)	এই নাম পড়িলে বিপদাপদ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। এই নাম পড়িয়া খাদ্য-দ্রব্যের উপর ফুঁকিয়া স্বামী স্ত্রীতে খাইলে উভয়ের মাঝে প্রগাঢ় প্রণয় স্থাপিত হয়।
ইয়া হাফীযু (হে রক্ষাকর্তা)	এই নাম লিখিয়া সঙ্গে রাখিলে পানিতে ডুবিয়া মরে না, আগুনে পুড়বে না, বাঘ, ভালুক, জ্বিন, ভূত-প্রেত কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। ছোট ছেলে-মেয়েদের গলায় এই নাম লেখা তাবিজ বাঁধিয়া রাখিলে অনেক ফল পাওয়া যায়। (ইহা বহু পরীক্ষিত)।
ইয়া মুক্বীতু (হে শক্তিদাতা)	রোযাদার ব্যক্তি এই নাম পড়িয়া মাটিতে বা মাটির উপর ফুঁকিয়া অনবরত শুঁকিতে থাকলে মনের বল বৃদ্ধি পায়। প্রবাসী অবস্থায় এই নাম ৭ বার পড়িলে তৎপর মাটির পেয়ালায় এই নাম লিখিয়া ঐ পেয়ালা ধোয়া পানি খাইলে প্রবাসের যাবতীয় ভয় হইতে নিরাপদে থাকা যায়।
ইয়া হাসীবু	যে ব্যক্তি বৃহস্পতিবার থেকে ৭ দিন দিনে রাতে ৭১ বার এই মহান নাম যিকির করিলে ডাকাত, ঈর্ষা ও ভয় হতে রক্ষা পাবে।
ইয়া জালীলু (হে মহিমান্বিত)	এই নাম অনেকবার যিকির করিলে বা লিখিয়া সঙ্গে রাখিলে সম্মান বৃদ্ধি পায়।
ইয়া কারীমু (হে অনুগ্রহকারী)	শুইবার সময় এই নাম বহুবার পড়িলে সকলের নিকট সম্মানের পাত্র হওয়া যায়।
ইয়া রাক্বীবু (হে প্রহরী)	স্ত্রীলোকের গর্ভপাত হইবার ভয় হইলে এই নাম প্রত্যহ ৭ বার পড়িলে গর্ভপাত নিবারণ হয়। প্রবাসে যাইবার সময় ছেলেমেয়েদের গায়ে হাত রাখিয়া এই নাম ৭ বার পড়িলে তাহারা নিরাপদে থাকে। কোন বস্তু হারাইয়া গেলে এই নাম অনেকবার পড়িলে ঐ বস্তু চুরি না হইয়া থাকিলে পাওয়া যায়।
ইয়া মুজীবু (হে প্রার্থনা গ্রহনকারী)	কোন দোয়া করার পূর্বে এই নাম পড়িয়া লইলে দোয়া সহজে কবুল হয়।
ইয়া ওয়াসিউ (হে বিস্তারকারী)	এই নাম যিকির করিলে ধানবান ও সমৃদ্ধশালী হওয়া যায় এবং মনের চিন্তা দূর হয়।
ইয়া হাকীমু (হে মহাজ্ঞানী)	এই নাম মধ্য রাত্রে পড়িলে আল্লাহ তায়ালা গোপনীয় বিষয় অপ্রকাশ্য রাখিবেন এবং এলেম বৃদ্ধি করিয়া দিবেন।
ইয়া ওয়াদুদ (হে শ্রেষ্ঠ বন্ধু)	এই পাক নাম ১০০১ বার পড়িয়া খাদ্য-দ্রব্যের উপর ফুঁকিয়া স্বামী-স্ত্রীতে খাইলে অবাধ্য স্ত্রী স্বামীর প্রেমে মত্ত হয় ও অত্যন্ত তাবেদার হয়।
ইয়া মাজীদু (হে মহিমান্বিত)	ধবল-কুষ্ঠ রোগী প্রত্যেক চাঁদের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোযা রাখিয়া ইফতারের সময় এই নাম বহুবার যিকির করিলে ইন্‌শাআল্লাহ ঐ রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিবে।
ইয়া বায়িসু (হে পুনরুত্থানকারী-কিয়ামতের দিন)	শয়নকালে বুকের উপর হাত রাখিয়া এই নাম ১০০০ বার পড়িলে এলেম হিকমতের শক্তি বৃদ্ধি হয়।
ইয়া শাহীদু (হে স্বাক্ষী- প্রত্যেক কার্যের)	প্রাতে অবাধ্য স্ত্রী-পূত্রের কপাল ধরিয়া এই নাম ২১ বার পড়িয়া আকাশের দিকে চাহিলে তাহারা বাধ্য ও অনুগত হয় কিংবা ১০০০ বার পড়িয়া তাহাদের উপর ফুঁক দিলে তাহার বাধ্য হয়।
ইয়া হাক্কু (হে সত্য স্বরূপ)	কাগজের চার কোণায় এই নাম লিখিয়া ঐ কাগজ হাতের তালুর উপর রাখিয়া শেষ রাত্রে আকাশের দিকে হাত লম্বা করিয়া কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিলে বিপদ দূর হয়। কোন বস্তু হারাইয়া গেলে কাগজের চার কোণায় লিখিয়া নামগুলির নীচে হারানো জিনিসের নাম লিখিয়া ঐরুপভাবে ধরিলে তাহা পাওয়া যায়।
ইয়া ওয়াকীলু (হে কার্যকারক)	নাবিকগণ সর্বদা এই নাম পড়িলে ঝড়-তুফান হইতে নিরাপদ থাকে এবং প্রত্যেক বাসনা পূর্ণ হয়।
ইয়া ক্বাবীইউ (হে শক্তিশালী)	কোন ব্যক্তির শত্রুর ভয় হইলে ১০০১ টি আটার গুলি তৈয়ার করিয়া প্রত্যেকটির উপর এই নাম পড়িয়া ফুঁকিবে, তৎপর ঐ গুলিসমূহ পাখীকে খাওয়াইয়া দিবে এবং মনে মনে শত্রু দমনের নিয়ত রাখিবে। ইনশা-আল্লাহ শত্রু দমন হইবে। সর্বদা এই নামের যিকির করিলে

GRDAC

	শক্তি বৃদ্ধি পাইবে ও শত্রু মাত্রই দূরে থাকিবে।
ইয়া মাতীনু (হে দৃঢ়, অটল)	এই নামের ফযীলত উপরোক্ত 'ক্বাবিউ' নামের অনুরুপ। স্ত্রীলোকের দুধ কমিয়া গেলে কিংবা শিশু দুধ না খাইলে এই নাম লিখিয়া পানি দ্বারা ধুইয়া স্ত্রীলোককে খাওয়াইবে এবং কতক পানি দ্বারা স্তন ধুইয়া দিবে। খারাপ লোকে এই নাম যিকির করিলে তাহার মনের অসম্ভার দূর হইয়া যাবে।
ইয়া ওয়ালিইউ (হে বন্ধু, সাহায্যকারী)	এই পাক নাম সর্বদা অনেকবার পড়িলে সকলে বন্ধুভাবে গ্রহন করিবে। কঠিন বিপদের সময় শুক্রবার রাত্রে ১০০০ বার পড়িলে বিপদ দূর হইবে। যিনাকার ব্যক্তি প্রথমে ও শেষে দুরুদ শরীফ পড়িয়া এই নাম পড়িলে ঐ স্বভাব দূর হইবে।
ইয়া হামীদু (হে প্রশংসিত)	বহুবার এই নাম পড়িলে চরিত্র ও আচার ব্যবহার উন্নত হয়।
ইয়া মোহ্সীইউ (হে সর্বজ্ঞানী)	আল্লাহর এবাদতে অলসতা আসিলে শুইবার সময় বুকের উপর হাত বাঁধিয়া ৭ বার এই নাম পড়িয়া শুইলে অলসতা দূর হয়। জুময়ার রাত্রে ১০০০ বার পড়িলে কিয়ামতের দিন আযাব হইতে রক্ষা পাইবে ও হিসাব নিকাশ সহজ হইবে। এই নাম ২০ বার পড়িয়া ২০ টি রুটির টুকরার ইপর ফুঁকিয়া খাইলে মানুষ বাধ্য ও বশীভূত হইবে।
ইয়া মুরদিইউ (হে প্রথম সৃজনকারী)	ফজরের সময় হামেলা স্ত্রীলোকের পেটের উপর তাহার স্বামী এই নাম ১৯ বার শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা লিখিয়া দিলে গর্ভ নষ্ট হইবে না ও যথাসময়ে সন্তান প্রসব হইবে।
ইয়া মুয়ীদু (হে প্রত্যাবর্তনকারী)	কোন কথা ভূলিয়া গেলে এই নাম পুনঃ পুনঃ যিকির করিলে তাহা স্মরণ হয়। কোন লোক পালাইয়া গেলে কিংবা হারাইয়া গেলে রাত্রে শুইবার সময় ঘরের প্রত্যেক কোণে এই নাম ৭০ বার পড়িবে এবং বলিবে- হে আল্লাহ! অমুকের পুত্র অমুককে ফিরাইয়া দাও! ইনশা-আল্লাহ এই আমল দ্বারা ৭০ দিনের মধ্যে ঐ ব্যক্তি ফিরিয়া আসিবে কিংবা খবর পাওয়া যাইবে।
ইয়া মুহ্য়ী (হে জীবনদাতা)	মনের মধ্যে আযাবের ভয় হইলে ৭ দিন পর্যন্ত এই নাম পড়িয়া শরীরে ফুঁক দিবে, মন নিজের বশে আসিবে ও আল্লাহর পথে চালিত হইবে। কেহ দূরে চলিয়া যাইবার আশঙ্কা হইলে অথবা কাহারও জেল হইবার ভয় হইলে এই নাম পড়িতে থাকিবে। খোদার ফজলে সে আশঙ্কা দূর হইবে।
ইয়া মুমীতু (হে মৃত্যুদাতা)	মনের মধ্যে ভয় উপস্থিত হইলে ৭ দিন পর্যন্ত শুইবার সময় কাঁধের উপর হাত রাখিয়া ৭ বার এই নাম পড়িলে ভয় দূর হয়। সর্বদা এই নাম পড়িলে বাহুল্য ব্যয়ের অভ্যাস দূর হয় ও আল্লাহর এবাদতে মন আকৃষ্ট হয়।
ইয়া হাইউ (হে চিরজীবন্ত)	এই নাম পড়িয়া রোগীর উপর ফুঁক দিলে অথবা পানির উপর ফঁকিয়া পানি খাওয়াইলে রোগ আরোগ্য হয়। ফেরেশতাগণ সর্বদা এই নাম যিকির করিয়া থাকেন এবং ইহার বরকতেতাহাদের আহার-নিদ্রার প্রয়োজন হয় না। সর্বদা এই নামের যিকির করিলে সকল প্রকার রোগ হইতে বাঁচিয়া থাকা যায়।
ইয়া ক্বাইয়্যুমু (হে চিরস্থায়ী)	প্রত্যহ সকাল বেলা এই নাম পড়িলে অতি নিদ্রা দূর হইরে।
ই ওয়াজিদু (হে সর্ববিষয় ইচ্ছা করা মাত্র হওয়ার অধিকারী)	খাইবার সময় প্রথম লোকমায় এই নাম পড়িলে মনের বল বৃদ্ধি পায়।
ইয়া মাজিদু (হে গৌরবময়)	এই নাম পড়িলে হৃদয়ে আল্লাহন নূর প্রকাশিত হয়।
ইয়া ওয়াহিদু (হে অদ্বিতীয়)	এই নাম ১০০০ বার পড়িলে মন হইতে পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়ের মায়া দূর হয়। একাকী চলিবার সময় মনে ভয় হইলে পুনঃ পুনঃ এই নাম পাঠ দ্বারা মনে সাহসের উদয় হয়।
ইয়া আহাদু (হে একমাত্র আল্লাহ)	একাকী অবস্থায় এই নাম এক হাজার বার পড়িলে মনের ভয় দূর হয়।
ইয়া সামাদু (হে অপ্রত্যাশী ও অভাবহীন)	অর্ধেক রাত্রে কিংবা প্রাতে এই নাম ১১১ বার পড়িলে সত্যবাদীও ঈমানদার হওয়া যায়। শেষ রাত্রে ১০০০ বার পড়িলে ক্ষুধার কষ্ট দূর হয়।
ইয়া ক্বাদিরু (হে সর্বশক্তিমান)	শত্রুকে পরাস্ত করিবার জন্য এই নাম অত্যন্ত কার্যকরী। শত্রুকে দমন করিবার জন্য অযু করিবার সময় প্রত্যেক অঙ্গ ধুইতে এই নাম পড়িলে ইনশা-আল্লাহ শত্রু দময় হইবে। দুই রাকাত নফল নামায পড়িয়া এই নাম ১০০ বার পড়িলে ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
ইয়া মুক্তাদিরু (হে শক্তির আধার)	নিদ্রা হইতে উঠিয়া চক্ষু বুজিয়া এই নাম কয়েকবার পড়িলে ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ও আল্লাহ তায়ালা উদ্দেশ্য সাধনের পথ অবলম্বন করাইয়া দেন।
ইয়া মুক্বাদ্দিমু (হে অগ্রসরকারী)	যুদ্ধে কিংবা কোন প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়ার পূর্বে এই নাম পড়িলে সাহস ও বল-বিক্রম

GRDAC

	বৃদ্ধি পায়।
ইয়া মুয়াখ্খিরু (হে পশ্চাদ্বর্তীকারী	এই নাম প্রত্যহ ১০০০ বার পড়িলে আল্লাহর স্মরণ ব্যতীত অন্য কিছু মনের মধ্যে থাকিবে না ও মন্দ কার্য হইতে বিরত থাকিবে।
ইয়া আউয়্যালু (হে আদি)	প্রবাস অবস্থায় প্রত্যেক জুময়ার রাত্রে এই নাম ১০০০ বার পড়িলে ফিরিতে পারা যায়।
ইয়া আখিরু (হে অনন্ত)	যে ব্যক্তির আয়ু শেষ হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়, অথচ তাহার জীবন কোন সৎ কাজ করে নাই, তাহার পক্ষে এই নাম ১০০০ বার পড়া উচিত। এই আমল দ্বারা পরকালের পথ পরিস্কার হয়। প্রত্যহ ১০০০ বার পড়িলে আল্লাহ ব্যতীত আর কোন খেয়াল থাকিবে না, কিন্তু প্রথমে দৃঢ় চিত্তে তওবা করিয়া লইতে হইবে।
ইয়া জাহিরু (হে প্রকাশ্য)- অনন্ত কুদরতের ভিতর দিয়া	এশার নামাযের পর ১০০০ বার এই নাম পড়িলে মনের মধ্যে আল্লাহ্‌র নূর প্রকাশিত হইবে ও মনের বাসনা পূর্ণ হইবে।
ইয়া বাতিনু (হে অপ্রকাশ্য)- চর্মচক্ষুর অন্তরালে	প্রত্যহ এই নাম ১০৩০ বার পড়িলে আল্লাহ তায়ালার কুদরতের রহস্য এবং মানব জীবনের গূঢ় তত্ত্ব অবগত হইবে।
ইয়া ওয়ালীউ (হে বন্ধু)	এই নাম পড়িলে বজ্রপাত হইতে নিরাপদ থাকিবে। ঝড়-তুফানের ভয় হইলে এই নাম কাগজে লিখিয়া পানিপূর্ণ কলসীর মধ্যে ডুবাইয়া ঐ পানি ঘরের কোণে ও দেওয়ালে ছিটাইয়া দিলে ভয় দূর হয়।
ইয়া মুতাআলী (হে সর্বপ্রধান, মহাউন্নত)	স্ত্রীলোকের ঋতুর কষ্ট হইলে এই নাম পড়িতে থাকিলে তাহা দূর হয়। এই নাম সর্বদা পড়িলে মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়।
ইয়া বার্‌রু (হে শান্তি ও মঙ্গলদাতা)	শিশু বালক-বালিকার উপর এই নাম ৭ বার পড়িয়া ফুঁকিলে তাহার নিরাপদ থাকিবে ও নেকবখ্‌ত হইবে। যাহার সন্তান অকালে মরিয়া যায়, তাহার সন্তানের উপর এই নাম ৭ বার পড়িয়া ফুঁকিবে ও আল্লাহর দয়ার উপর সমর্পণ করিবে।
ইয়া তাওয়াবু (হে ক্ষমা প্রার্থনা মঞ্জুরকারী)	চাশ্‌ত নামাযের পর এই নাম ৩৬০ বার পড়িলে তওবা করিবার ক্ষমতা লাভ করা যায়। অত্যাচারী যালেমকে লক্ষ্য করিয়া ১০ বার পড়িলে তাহার অত্যাচার হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।
ইয়া মুনয়েমু (হে নেয়ামতদাতা, সম্পদদাতা)	এই নাম সর্বদা পড়িলে সুখে থাকা যায় ও ধন লাভ হয়।
ইয় মুন্তাক্বিমু (হে প্রতিফলদাতা)	শত্রুর শত্রুতা অসহ্য হইয়ে জুময়ার রাত্রে এই নাম অধিক সংখ্যায় পড়িবে। ইনশা-আল্লাহ তিন রাত্রি গত না হইতেই শত্রু বাধ্য হইয়া যাইবে, সর্বদা এই নামের যিকির করিলে শত্রুতার প্রতিশোধ রওয়া হয়।
ইয়া আফুব্বু (হে ক্ষমাকারী)	গোনহগার ব্যক্তি নিরাশ হইয়া পড়িলে সর্বদা এই নামের যিকির দ্বারা গোনাহ মাফ হইয়া যায়।
ইয়া রাউফু (হে অত্যন্ত কৃপাশীল, আন্তরিক বন্ধু	নিজের কিংবা অন্যের ক্রোধ উপস্থিত হইলে এই নাম ১০ বার ও দরুদ শরীফ ১০ বার পড়িলে ক্রোধ থামিয়া যায়।
ইয়া মালিকাল মুলকে (হে জগতপতি)	দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া এই নাম যিকির করিলে ধনবান হওয়া যায় ও অবস্থা সচ্ছল হয়।
ইয়া যালজালালি ওয়াল ইক্‌রাম (হে সর্বমহত্ত্ব ও গৌরবের অধিকারী)	এই নাম যিকির করিলে মান-সম্মান লাভ হয়। হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছিলেন যে, প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে এই নাম যিকির করা আবশ্যক। এই নামটি "ইসমে আযম" বলিয়া অনেকের ধারণা।
ইয়া রাব্বু (হে প্রতিপালক)	সর্বদা এই নামের যিকির করিলে রিযিকের জন্য কোন চিন্তা থাকে না।
ইয়া মুক্বসিতু (হে ন্যায়পরায়ণ)	সর্বদা এই নামের যিকির করিলে এবাদতে কোন সন্দেহ থাকে না।
ইয়া জামিউ (হে একত্রকারী- কিয়ামতের দিন)	এই নাম যিকির করিলে বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের সহিত সখ্যভাবে থাকা যায়। কাহারও কিছু হারাইয়া গেলে এই নাম যিকির দ্বারা তাহা ফেরত অথবা সন্ধান পাওয়া যায়।
ইয়া গানিইউ (হে সম্পদশালী, ভ্রুক্ষেপহীন)	বিপদকালে এই নাম যিকির করিলে বিপদমুক্ত হওয়া যায়।
ইয়া মুগনিইউ (হে অভাব মোচনকারী)	এই নাম ১০০০ বার পড়িলে দারিদ্য দূর হয়। স্ত্রী সহবাসের সময় এই নাম পড়িলে স্ত্রীর অকৃত্রিম ভালবাসা পাওয়া যায়। 'বাকিয়াতুস সালেহাত' নামক কিতাবে বর্ণিত হইয়াছে, যে ব্যক্তি প্রত্যেক রাত্রে এই নাম ১৩৬ বার পড়িবে (কিন্তু প্রথম ও শেষে দরুদ শরীফ পড়িয়া

GIRDAC

	লইতে হইবে), আল্লাহ তায়ালা তাহার অবস্থা স্বচ্ছল করিবেন, সে কখনও অভাবে পড়িবে না, তাহার ঋণ থাকিলে পরিশোধ হইয়া যাইবে।
ইয়া মু'তিইউ (হে দাতা)	যাহার কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়, সে সকালে ও বৈকালে এই নামের যিকির করিলে বিশেষ ফল লাভ করে।
ইয়া মানিউ (হি নেষেধকারী, নিবারক)	উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এই নামের যিকির বিশেষ ফলপ্রদ।
ইয়া যা'ররু (হে বিপদদাতা)	শুক্রবার রাত্রে এই নাম ১০০ বার পড়িলে সর্বপ্রকার বিপদ ও কষ্ট দূর হইয়া যায়।
ইয়া নাফিউ (হে সুফলদাতা)	কোন বস্তু দ্বারা কিছু লাভ করিবার ইচ্ছা থাকিলে তাহা ধারণা করিয়া এই নাম মনে মনে পড়িলে সিদ্ধি লাভ হয়।
ইয়া নূরু (হে জ্যোতি)	এই নামের যিকির দ্বারা আন্তঃকরণ নূরানী হয়।
ইয়া হাদিউ হে সৎপথ প্রদর্শক)	এই নামের যিকির দ্বারা ভূল-ভ্রান্তি হইতে মুক্ত থাকা যায়। জ্ঞান, বিচারবুদ্ধি ও দূরদর্শিতা বৃদ্ধি পায়। হাকিম, ডাক্তার, মুন্সেফ, উকিল, মোক্তার ও ব্যবসায়ীগণের এই নাম যিকির করা আবশ্যক।
ইয়া বাদিউ (হে সর্বপ্রথম সৃষ্টিকর্তা- বিনা অনুকরণে)	উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ও দুঃখ-কষ্ট নিবারণের জন্য এই নাম ১০০০ বার পড়িবে।
ইয়া বাক্বিউ (হে অনন্ত- সর্বদা বিরাজমান)	দুঃখ-কষ্ট নিবারণের জন্য এই নাম ১০০০ বার পড়িবে।
ইয়া ওয়ারিসু (হে স্বত্বাধিকারী)	মাগরিব ও এশার নামাযের মধ্যে এই নাম ১০০০ বার পড়িলে ভয় ও কষ্ট দূর হইয়া যায়।
ইয়া রাশীদু (হে সৎপথ প্রদর্শক)	এশার নামায বাদ এই নাম ১০০০ বার পড়িলে সকল আমল কবুল হইয়া যায়।
ইয়া সাবুরু (হে ধৈর্যশীল)	সূর্যোদয়ের পূর্বে এই নাম ১০০০ বার পড়িলে দুঃখ-কষ্ট দূর হইয়া যায়।
ইয়া সাদিকু (হে সত্যবাদী)	এই নামের যিকির করলে ঈমান বৃদ্ধি পায়।
ইয়া সাত্তারু (হে দোষ গোপনকারী)	দৈনিক ১০০ বার এই যিকির করিলে স্ব-সম্মানে থাকা যায়।

GIRDAC